ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

তাপসীর ফেরা

পৃঃ ৫

টি-টোয়েন্টিতে ভারতের অধিনায়কত্ব পেলেন সূর্যকুমার!

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২০০ ● কলকাতা ● ০৭ শ্রাবণ, ১৪৩১ ● মঙ্গলবার ● ২৩ জুলাই, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একুশের মঞ্চ থেকেই বার্তা দিয়েছিলেন তিনি। বাংলাদেশের কোনও অসহায় মানুষ দরজায় কড়া নাড়লে আশ্রয় দেবে এপার বাংলা। সেই বার্তা প্রদানের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তিনি করলেন আরও একটি ট্যুইট। সেখানেই জানিয়ে দিলেন, বাংলাদেশ ফেরত পড়ুয়াদের সাহায্যের জন্য রাজ্য প্রশাসনকে যাবতীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।মমতার এই পড়ুয়াদের পাশে থাকার ঘটনা অবশ্য এই প্রথম নয়। এর আগেও দেখা গিয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে এ রাজ্যের শত শত পড়ুয়া ইউক্রেন থেকে ফেরত চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন তাঁদের পড়ার পাঠ শেষ না করেই। সেই সব পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন মমতা। তবে দাঁড়ায়নি ভারত সরকার। মমতা চেয়েছিলেন ভারত সরকার ওই সব পড়ুয়াদের এ দেশে পড়া শেষ করার ব্যবস্থা করে দিক। যদিও সেই ব্যবস্থা করেনি ভারত সরকার। তার জেরে অনেকেই যেমন ফের ইউক্রেন যেতে বাধ্য হয়েছেন পড়া শেষ করার জন্য তেমনি অনেকে পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। দেখার বিষয় বাংলাদেশ ফেরত পড়ুয়াদের কপালে এখন কী আছে।

নজরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । গতকাল রাতে তিনি ট্যুইট করেছেন বাংলাদেশ থেকে ফেরত আসা পড়ুয়াদের নিয়ে। লিখেছেন, 'বাংলাদেশ থেকে শত শত পড়ুয়া এবং অন্যান্যরা পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতে ফিরছেন। তাঁদের সাহায্যের জন্য রাজ্য প্রশাসনকে যাবতীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিন ৩০০ পড়ুয়া হিলি সীমান্তে পৌঁছেছে এবং প্রত্যেকেই নিরাপদে তাঁদের গন্তব্যের দিকে রওনা দিয়েছেন: তাঁদের মধ্যে ৩৫ জনের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। আমরা তাঁদের সহায়তা করেছি। বিপদের মুখে একতাই শক্তি।' মুখ্যমন্ত্রীর এই ট্যুইট বার্তা দেখে

এরপর ৩ পাতায়

নব নির্বাচিত চার বিধায়কের শপথ গ্রহণ মঙ্গলবার

জানালেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়

বেবি চক্রবর্তী : নিউজ সারাদিন : সোমবার বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন গত ১৩ই জুলাই বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের ফল ঘোষণা হওয়ার পর প্রত্যেক আসনেই তৃণমূল জয়ী হয়েছে। নতুন এই চার বিধায়কের শপথ গ্রহণ মঙ্গলবার হবে। এদিন বিধানসভার অধিবেশন শুরু হবার পর এই চার বিধায়কের শপথ গ্রহণ কি হবে এই প্রশ্ন উঠে ওয়াকিবহাল মহলে। কারণ এর আগে তৃণমূলের দুই বিধায়কের শপথ গ্রহণ ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় হয়েছিল। জেতার একমাস পরেই তারা শপথ গ্রহণ করেছিলেন। এই চার বিধায়ক আজ বিধানসভায় গিয়ে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন। স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংবাদিকদের জানান, আগামীকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার বেলা একটা নাগাদ রানাঘাট দক্ষিণে মুকুটমণি অধিকারী, বাগদায় মধুপর্ণা ঠাকুর, রায়গঞ্জের কৃষ্ণ কল্যাণী, মানিকতলায় সুপ্তি পান্ডে নবনির্বাচিত এই বিধায়করা শপথ গ্রহণ করবেন বিধানসভা চত্বরেই। এই চার বিধায়কের শপথ গ্রহণের পর বিধানসভার অধিবেশন শুরু হবে। এই চার বিধায়কের শপথ গ্রহণ ঘিরে রাজভবনের কী বক্তব্য? সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানান " রাজ্যপালের কাছ থেকে আমরা কোন কমিউনিকেশন পাইনি"। আগামীকাল এই চার বিধায়কের শপথ স্পিকার নিজেই করাবেন এই কথা জানা গেয়েছে।

স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় আরো জানান নবনির্বাচিত এই চার বিধায়কের শপথ গ্রহণের জন্য বিধানসভা থেকে রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে চিঠি যাচ্ছে। সেই চিঠির প্রেক্ষিতে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস কী সিদ্ধান্ত নেন তার ওপর নির্ভর করছে আগামী পদক্ষেপ। এছাড়াও বিমান বাবু জানান উপ নির্বাচনে যারা জয়ী হন তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান স্পিকার, অন্যান্য রাজ্যেও এই নিয়ম চালু আছে। সংবিধানের বাইরে গিয়ে কোনো কাজ করা যায় না।

রাজ্যপাল কি নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথ গ্রহণের জন্য রাজভবনে যেতে বলবেন না কি শপথ গ্রহণ করানোর দায়িত্ব স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর বর্তাবে সেই প্রশ্নই এখন রাজনৈতিক মহলের একাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে।

কাউকে ভারতে আহ্বান জানানোর অধিকার

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কে দিয়েছেন: মালব্য

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আন্দোলনের মধ্যেই অসহায় মানুষদের পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় দেওয়ার কথা বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেজন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমোকে তুমুল আক্রমণ শানালেন বিজেপির তথ্যপ্রযুক্তি সেলের প্রধান অমিত মালব্য। তিনি দাবি করলেন, মমতাকে সেই অধিকারটা কে দিয়েছেন? বাংলাদেশে পড়ুয়াদের আন্দোলনের মধ্যেই রবিবার মমতা দাবি করেন, বাংলাদেশ নিয়ে কারও কোনও সহযোগিতার প্রয়োজন থাকলে তাঁকে যেন জানানো হয়। অসহায় মানুষদের সাহায্য করবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। তবে বাংলাদেশে যে আন্দোলন চলছে, তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করবেন না। বিষয়টি নিয়ে যা বলার, তা ভারত সরকার বলবে। সেইসঙ্গে মমতা জানান, অসহায় মানুষ যদি বাংলার দরজায় কড়া নাড়েন, তাহলে রাষ্ট্রসংঘের সনদ মেনে তাঁদের আশ্রয় দেওয়া হবে।কোনও রাজ্যের হাতে নাগরিকত্ব বা অভিবাসন সংক্রান্ত কোনও ক্ষমতা নেই। পুরো বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে আছে। সেইসঙ্গে মালব্য অভিযোগ করেন, ভোটে জেতার জন্য বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে প্রবেশ করা লোকজনদের নিজেদের রাজ্যে ঠাঁই দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন তৃণমূল-সহ ইন্ডিয়া জোটের নেতা-নেত্রীরা।একুশে জুলাইয়ের সভায় বাংলাদেশ নিয়ে মমতার মন্তব্যের পরই মালব্য বলেন, 'বিজোড় দিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (বলেন), ধর্মীয় নিপীড়ন থেকে বেঁচে যে হিন্দু শরণার্থীরা ভারতে এসেছেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের আওতায় তাঁদের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে দেব না আমরা। তাঁদের বৈধ অধিকার পেতে দেব না। তাঁরা যদি জোর

এরপর ৩ পাতায়

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ☐ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা – ৭০০০২০

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে

৫ টি আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি আগামী আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৪–এর মধ্যে রাজ্যের ৫টি স্থানে একটি করে ৫দিনের আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করবে। আগ্রহীরা পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সচিবকে উদ্দেশ্য করে আবেদন জানাতে পারেন।কর্মসূচি এবং নিয়মাবলি বিশদে নীচে দেওয়া হল।

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগের নাম	তারিখ	স্থান	বিভাগের অন্তর্গত জেলা	সাক্ষাৎকার গ্রহণের সম্ভাব্য তারিখ ও স্থান
১	মালদা বিভাগ	১২ – ১৬ আগস্ট ২০২৪	বহরমপুর	উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ	বহরমপুর ০২.০৮.২০২৪
২	প্রেসিডেন্সি বিভাগ	১৭ – ২১ আগস্ট ২০২৪	বারুইপুর	কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, নদিয়া	আলিপুর (কলকাতা) ০৮.০৮.২০২৪
৩	জলপাইগুড়ি বিভাগ	২৮ আগস্ট – ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৪	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং	কোচবিহার ০৫.০৮.২০২৪
৪	বর্ধমান বিভাগ	০৯ – ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪	বর্ধমান	পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি, বীরভূম	পূর্ব বর্ধমান ০৯.০৮.২০২৪
৫	মেদিনীপুর বিভাগ	১৮ – ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪	ঝাড়গ্রাম	বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া	ঝাড়গ্রাম ২২.০৮.২০২৪

যোগ্যতা : বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছর। ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। একজন মাত্র একটি কেন্দ্রের জন্য আবেদন করতে পারবেন, তাঁকে ওই বিভাগের যে কোনো জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। আবেদনে থাকতে হবে – নাম, বয়স, পিতা/মাতার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, প্রথাগত শিক্ষা, লিঙ্গ, বিভিন্ন কলায় পারদর্শীতার অভিজ্ঞতা (যদি থাকে), যোগাযোগের ফোন নম্বর। দিতে হবে আধার কার্ডের কপি ও ১ টি পাসপোর্ট সাইজের ছবি। ২০ /০৭ /২০২৪ এর মধ্যে workshop.pbna@gmail.com –এ মেইল করে আবেদন করবেন। সাক্ষাৎকারের জন্য ডাক পেলে নিজের খরচায় আসতে হবে। নির্বাচিত হলে কর্মশালায় বিনা ব্যয়ে অংশগ্রহণ করা যাবে। শিবির শেষে শংসাপত্র পাওয়া যাবে।

যোগাযোগ : (০৩৩) ২২২৩ -১১৩২

সচিব
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

দুই বিধায়কের শপথ গ্রহণ বেআইনি

এই কথা উল্লেখ করে রাজ্যপালের চিঠি এল বিধানসভায়

বেবি চক্রবর্তী : নিউজ সারাদিন : মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে বিধানসভা অধিবেশন। সেই অধিবেশনের আগেই রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এর চিঠি এলো রাজ্য বিধানসভায়। এই চিঠিতে বলা হয়েছে নবনির্বাচিত দুই বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রেয়াত হোসেন এর শপথ গ্রহণ বেআইনি। সাংবিধানিক নিয়ম মেনে সেই শপথ হয়নি। এক্ষেত্রে দুজনেই শাস্তির মুখে পড়তে পারেন। মোট ৩৭ টি ধারার প্রসঙ্গে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। শপথ গ্রহনের পর দুই বিধায়ক প্রথম বার পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে অংশ নেবেন। বিধানসভা অধিবেশনে তারা আলোচনায় অংশগ্রহণ করলে তাদের জরিমানা যাবৎ প্রতিদিন ৫০০ টাকা দিতে হবে। আইন অনুযায়ী এই বিষয়ে সমস্ত কিছুই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন এই পরিস্থিতিতে দুই নবনির্বাচিত বিধায়ক অধিবেশনে অংশগ্রহণ করবে কিনা সেই প্রশ্ন উঠছে। রাজ্যপালের চিঠিতে আরো উল্লেখ আছে বিধানসভার রুলের যে কথা বলা হচ্ছে তা সংবিধানের উপরে নয়। স্পিকার যে শপথ করাচ্ছেন তা বেআইনি।

দ্বিতীয় ঈশ্বরগুপ্ত সেতু তৈরি হলে

তা রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘতম সেতু হয়ে উঠবে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের হাত ধরে দক্ষিণবঙ্গের মানুষ এক বড় যোগাযোগ ব্যবস্থার সন্মুখীন হতে চলেছেন। কেননা হুগলির মগরার সঙ্গে প্রান্তের নদিয়ার বড়জাগুলির সংযোগ স্থাপনকারী দ্বিতীয় ঈশ্বরগুপ্ত সেতুই হয়ে উঠতে চলেছে বাংলার মধ্যে দীর্ঘতম সেতু।দ্বিতীয় ঈশ্বরগুপ্ত সেতু শুধু মগরার সঙ্গে বড়জাগুলির সংযোগ সাধনই করবে না, আশপাশের আরও এলাকাকে নানা মাপের উড়ালপুল দিয়ে যুক্ত করা হবে এই সেতুর সঙ্গে। উড়ালপুলগুলি হবে চার থেকে ছয় লেনের। সেতুটির সঙ্গেই সংযোগ গড়তে তৈরি হবে বাঁশবেড়িয়া রেল ওভারব্রিজও। ৩৫ মিটার চওড়া সেতুতে মোট ৬টি লেন হওয়ার কথা। বর্তমানে যে জায়গায় সেতুটি তৈরি হচ্ছে, তার ঠিক পাশেই রয়েছে পুরনো ঈশ্বরগুপ্ত সেতু। সেটি দিয়ে ছোট গাড়ি চলাচল করলেও ভারী যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ। এই সেতুর নির্মাণকাজ সম্পন্ন হলে এলাকার অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন হবে বলে দুপারের বাসিন্দারাই আশাবাদী। ২০১৬ সালে সেতুর কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে দুপারেই সংলগ্ন এলাকাগুলিতে জমির দামও বাড়ছে বলে জানান স্থানীয়েরা। হুগলির দিল্লি রোড এবং গঙ্গার পূর্বে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের মধ্যেও সংযোগ স্থাপন করবে নতুন সেতু। নিবেদিতা ও দ্বিতীয় হুগলি সেতুর চাপও অনেকটা কমবে।১৩৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মান এই সেতুর মোট দৈর্ঘ্য ২১ কিলোমিটারেরও বেশি। ১৯৭৫ সালে তৈরি এ রাজ্যে ফরাক্কা সেতুই এখনও পর্যন্ত দীর্ঘতম হিসাবে গণ্য হয়। দ্বিতীয় ঈশ্বরগুপ্ত সেতু তৈরি হলে তা রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘতম সেতু হয়ে উঠবে। একই সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের অর্থনীতির উন্নতির ক্ষেত্রেও বড় ভূমিকা পালন করবে। কেননা এই সেতুর মাধ্যমে দুই ২৪ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ ও কলকাতার সঙ্গে দ্রুত সংযোগ স্থাপন করতে পারবে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা। হুগলির মগরা, ত্রিবেণী, বাঁশবেড়িয়া, বড়পাড়া এবং নদিয়ার কল্যাণী, বড়জাগুলি-সহ আশপাশের এলাকায় শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রেও এই সেতু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী পুলক রায় জানিয়েছেন, 'ডেনমার্কের একটি সংস্থা দ্বিতীয় হুগলি সেতুর আদলে দ্বিতীয় ঈশ্বরগুপ্ত সেতুর নকশা করেছে। এখানেও দুই প্রান্তের উঁচু পিলারের সঙ্গে থাকা কেবল সেতুটিকে টেনে ধরে রাখবে। পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করছে খড়গপুর, চেন্নাই ও কানপুর আইআইটি। দেশের প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মতামতকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নকশায় ভূমিকম্পের বিষয়টিতে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। মোট ১৩৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে সেতুটি হচ্ছে। ২০২৬ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে নির্মাণ শেষ হবে। এই সেতু রাজ্যে পরিবহণ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটাবে। অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন হবে। জমি-জটে বছর দেড়েক কাজ থমকে ছিল। জট কেটেছে। কাজে গতিও এসেছে। সব কিছু ঠিক থাকলে আড়াই বছরের মধ্যেই দ্বিতীয় ঈশ্বরগুপ্ত সেতুর নির্মাণকাজ শেষ হয়ে যাবে।'

“ভারত এতই সুপ্রাচীন এক দেশ যে এখানকার প্রতিটি বর্তমান কোনো না কোনো গৌরবময় অতীতের কথা বলে”

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির ৪৬-তম অধিবেশনের উদ্বোধন করেছেন। বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির বার্ষিক অধিবেশনে বিশ্ব ঐতিহ্য সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকায় নতুন স্থান অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ভারত এই প্রথম বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির অধিবেশনের আয়োজন করছে। প্রধানমন্ত্রী এই উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী, গুরু পূর্ণিমার পুণ্য লগ্নে নাগরিকদের শুভেচ্ছা জানান। এমন এক পবিত্র দিনে বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির অধিবেশন বসায় এবং ভারত প্রথমবার তা আয়োজনের সুযোগ পাওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। ইউনেস্কোর মহানির্দেশক অর্দ্রে আজৌলে সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রতিনিধি ও অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির এই বৈঠক ইতিহাসের নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে বলে তাঁর বিশ্বাস। বিদেশ থেকে পুরাতাত্ত্বিক সামগ্রী ভারতে ফিরিয়ে আনার প্রসঙ্গে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাম্প্রতিককালে সাড়ে ৩০০-রও বেশি পুরাকীর্তি ভারতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। বিশ্বের ঔদার্য এবং ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধার কারণেই প্রাচীন ঐতিহ্যের এই নিদর্শনগুলি ফিরিয়ে আনা গেছে। প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক্ষেত্রে আরও বেশি করে গবেষণার সুযোগ এবং পর্যটনের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এবার উত্তরপূর্ব ভারতের ঐতিহাসিক ময়দাম বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই নিয়ে ভারতের ৪৩টি স্থান এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হল। উত্তরপূর্ব ভারতের কোনো স্থানকে প্রথম এই মর্যাদা দেওয়া হল। এই তালিকায় স্থান পাওয়ায় অনন্য সাংস্কৃতিক তাৎপর্যে পরিপূর্ণ ময়দাম মানুষের কাছে আরও বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই অধিবেশন উপলক্ষে সারা বিশ্বের ঐতিহ্য বিশেষজ্ঞরা ভারতে সমবেত হয়েছেন। ভারত বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির অন্যতম। ভারত এতই সুপ্রাচীন এক দেশ যে এখানকার প্রতিটি বর্তমান কোনো না কোনো গৌরবময় অতীতের কথা বলে। রাজধানীর দিল্লির উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই শহর হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্যের কেন্দ্র। এখানে প্রতিটি পদক্ষেপেই ঐতিহ্য ও ইতিহাসের ছোঁড়া পাওয়া যায়। ২,০০০ বছরের পুরনো মরিচা প্রতিরোধক লৌহ স্তম্ভের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, ভারত যে অতীতে ধাতু বিদ্যায় অত্যন্ত দক্ষ ছিল, এ তারই নিদর্শন। অষ্টম শতকের কেদারনাথ মন্দিরের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাড়ে ৩ হাজার মিটার উচ্চতায় এই মন্দিরের নির্মাণ বুঝিয়ে দেয়, প্রাচীন ভারত ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ক্ষেত্রেও কোন উচ্চতায় পৌঁছেছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি দক্ষিণ ভারতের চোল রাজাদের নির্মিত বৃহদেশ্বর মন্দিরেরও উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী গুজরাটের ধোলাবিরা ও লোথালের উল্লেখ করেন। ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ থেকে ১৫০০ শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত ধোলাবিরা তার নগর পরিকল্পনা ও জল ব্যবস্থাপনার জন্য বিখ্যাত। একইভাবে লোথালে দুর্গ, রাস্তা ও নর্দমা নিয়ে চমকে দেওয়ার মতো পরিকল্পনার হদিশ মেলে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের ইতিহাস এবং তার অনুভব এতটাই সুপ্রাচীন যে প্রযুক্তির সাহায্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই ইতিহাসকে ফিরে দেখা দরকার। উত্তরপ্রদেশের সিনৌলির অনুসন্ধানের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সেখানে তাম্র যুগের যেসব নির্দশন পাওয়া গেছে সেগুলি সিন্ধু সভ্যতার থেকেও বৈদিক যুগের কাছাকাছি। এই প্রসঙ্গে ৪০০০ বছরের পুরনো অশ্বচালিত রথ আবিষ্কারের কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই ধরনের আবিষ্কার বুঝিয়ে দেয় যে ভারতকে জানতে হলে কুসংস্কারমুক্ত নতুন ধারণার প্রয়োজন। অধিবেশনে আসা প্রতিনিধিদের এই নতুন ধারায় সামিল হওয়ার আমন্ত্রণ জানান প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ঐতিহ্য বলতে কেবল ইতিহাস বোঝায় না। আসলে ঐতিহ্য হল, মানবতার এক সর্বব্যাপী চেতনা। আমরা যখন কোনো ঐতিহাসিক স্থানের দিকে তাকাই, তখন তা আমাদের মনকে বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতার ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়। একে অপরের ঐতিহ্যকে সম্মান জানিয়ে, তা প্রচার করে, মানবকল্যাণের চেতনাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে, পর্যটনের প্রসার ঘটিয়ে আরও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য ভারত সারা বিশ্বের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটা সময়ে উন্নয়নের সাপেক্ষে ঐতিহ্যকে অবহেলা করা হত। কিন্তু আজকের ভারত উন্নয়ন ও ঐতিহ্য দুটোই চায়। এই প্রসঙ্গে কাশী-বিশ্বনাথ করিডর, শ্রীরাম মন্দির, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ক্যাম্পাস প্রভৃতির উল্লেখ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন বিশ্বের কল্যাণে ভারত তার বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য, যোগ ও আয়ুর্বেদকে বিশ্বের সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। ভারতে আয়োজিত জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সম্মেলনের মূল ভাবনা ছিল, এক বিশ্ব, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ। এর সঙ্গে ভারতের চিরায়ত দৃষ্টিভঙ্গী- ও বসুধৈব কুটুম্বকম্ব সম্পূর্ণভাবে মিলে যায়। এই প্রসঙ্গে মিলেটের প্রসার, আন্তর্জাতিক সৌর জোট এবং মিশন লাইফের উল্লেখও করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বব্যাপী ঐতিহ্যের সংরক্ষণকে ভারত নিজের দায়িত্ব বলে মনে করে। সেজন্যই উন্নয়শীল দেশগুলিতে থাকা ভারতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণে ভারত উদ্যোগী। কম্বোডিয়ার আঙ্করভাট, ভিয়েতনামের চাম মন্দির, মায়ানমারের স্তূপ সংরক্ষণে ভারত ইউনেসকো-কে এক মিলিয়ন ডলার অর্থ সাহায্য দেবে বলে তিনি ঘোষণা করেন। বিশ্ব ঐতিহ্য নিয়ে ভারতের যুব সমাজকে শিক্ষিত করে তুলতে একটি সার্টিফিকেট কোর্সও চালু করা হচ্ছে বলে তিনি জানান। বিদেশী অতিথি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভারত অন্বেষণের আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলি ঘুরে দেখার জন্য একটি সফরসূচি প্রস্তুত করা হচ্ছে। তাঁদের এই সফর এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে বলে প্রধানমন্ত্রী আশাপ্রকাশ করেন। বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর, সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, ইউনেস্কোর মহানির্দেশক অর্দ্রে আজৌলে, বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির চেয়ারপার্সন শ্রী বিশাল শর্মা প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

২০২৫-এর পদ্ম সম্মান মনোনয়নের জন্য

১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সুপারিশ করা যাবে

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : ২০২৫-এর সাধারণতন্ত্র দিবসে যাঁরা পদ্ম সম্মানে ভূষিত হবেন, তাঁদের বাছাই করার প্রক্রিয়া পয়লা মে থেকে শুরু হয়েছে। পদ্ম সম্মানের জন্য মনোনয়ন/সুপারিশ জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর। রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পোর্টাল https://awards.gov.in – এ মনোনয়ন/সুপারিশ জমা দেওয়া যাবে। ১৯৫৪ সালে দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ এবং পদ্মশ্রী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রতি বছর সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে পদ্ম সম্মান প্রাপকদের নাম ঘোষণা করা হয়। সাহিত্য, কলা, শিক্ষা, ক্রীড়া জগৎ, চিকিৎসা, সমাজসেবা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, জনপরিষেবা, ব্যবসা-বাণিজ্য সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে যাঁরা নজরকাড়া সাফল্য অর্জন করেন, তাঁদের এই সম্মান প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, পেশা ও লিঙ্গ বিবেচনা করা হয় না। তবে, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সহ সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের নাম সুপারিশ করা যায় না। যদিও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্মরত চিকিৎসক এবং বৈজ্ঞানিকদের ক্ষেত্রে এ ধরণের কোনও বিধিনিষেধ নেই। সরকার পদ্ম সম্মানকে 'জনসাধারণের পদ্ম'তে রূপান্তরিত করতে বদ্ধপরিকর। তাই, দেশের সকল নাগরিককে অনুরোধ করা হচ্ছে, তাঁরা কোনও ব্যক্তির নাম পদ্ম সম্মানের জন্য সুপারিশ করতে পারেন। এমনকি, চাইলে নিজের নামও সুপারিশ করা যাবে। মহিলা, সমাজের দুর্বল শ্রেণীর নাগরিক, তপশিলি জাতি ও উপজাতি গোষ্ঠীর নাগরিক, ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা কোনও বিষয়ে সাফল্য অর্জন করেছেন, তাঁদের নাম সুপারিশ করা যেতে পারে। এছাড়াও, যাঁরা নিঃস্বার্থভাবে সমাজ সেবা করেন, তাঁদেরও এই সম্মানের জন্য সুপারিশ করা যায়। এর জন্য উপরিল্লিখিত পোর্টালটিতে ৮০০ শব্দের মধ্যে একটি আবেদন লিখে পাঠাতে হবে। এই চিঠিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানাতে হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ওয়েবসাইট https://mha.gov.in অথবা পদ্ম সম্মানের জন্য বিশেষ পোর্টাল https://padmaawards.gov.in - এ মনোনয়ন/সুপারিশ জমা দেওয়া যাবে। কিভাবে সুপারিশ জমা দেওয়া যাবে তা জানতে https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx - এই ওয়েবসাইট-টিতে ক্লিক করুন।

সামান্য খাবারের জন্য সেনাবাহিনীর সঙ্গে যৌন সম্পর্কে

লিপ্ত হতে বাধ্য করা হচ্ছে মহিলাদের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সেনা ও আধাসেনার লড়াইয়ে সাধারণ মানুষের জন্য কার্যত নরকে পরিণত হয়েছে মুসলিম রাষ্ট্র সুদান। খাবার নেই, জল নেই, চারিদিকে শুধু গুলি ও বোমার শব্দ। তার চেয়েও ভয়াবহ আকার নিয়েছে সাধারণ মানুষের উপর সেনাবাহিনী নির্যাতন। জীবনযুদ্ধে কোনওমতে টিকে থাকা সেখানকার মহিলাদের দাবি, সামান্য খাবারের জন্য সেনাবাহিনীর সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হতে বাধ্য করা হচ্ছে তাঁদের।বিবিসি সূত্রে খবর, আফ্রিকার দেশটিতে চলা এই গৃহযুদ্ধের জেরে ঘর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে অন্তত ৬০ লক্ষ মানুষ। প্রাণ বাঁচাতে অনেকেই পড়শি দেশ চাদে আশ্রয় নিয়েছে। এদিকে, দারফুরে গণহত্যা চালাচ্ছে 'র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্স' ও তাদের সঙ্গী আরব মিলিশিয়াগুলো। অমুসলিমদের নিশানা করছে তারা। ধর্ষণকে যুদ্ধের হাতিয়ারের মতো ব্যবহার করছে তারা। পশ্চিম দারফুরের রাজধানী এল জেনেইনায় ফৌজের সদরদপ্তর দখল করে নিয়েছে আধাসেনা। একটি শরণার্থী শিবিরে হামলা চালিয়ে ৮০০ জনকে হত্যা করেছে আরএসএফ। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং লিবিয়ার পাশাপাশি আরএসএফ-কে রুশ ভাড়াটে যোদ্ধাবাহিনী ওয়াগনারও সহায়তা করেছে বলে পশ্চিমী সংবাদমাধ্যমের দাবি।অভিযোগ, খাবার ও জল পেতে মহিলাদের লাইনে দাঁড় করানো হচ্ছে। সেখানে স্পষ্টভাবে সেনার তরফে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, খাবার পেতে হলে আগে যৌন সম্পর্ক করতে হবে তার পর মিলবে খাবার। পেটের তাগিদে সেই নির্যাতন মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন মহিলারা।গত বছর থেকে গৃহযুদ্ধে রক্তাক্ত সুদানের বড় শহর ওমদুরমান থেকে পালিয়েছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। যারা পালিয়ে যেতে পারেননি তাঁদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। দ্য গার্জিয়ানের এক রিপোর্ট বলছে ওই স্থানে যে সকল মহিলারা রয়েছেন তাঁদের দাবি, বেঁচে থাকার জন্য তাঁদের কাছে এখন একমাত্র রাস্তা হল সেনা জওয়ানদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করা। একাধিক মহিলার বিবৃতি তুলে ধরেছে আন্তর্জাতিক ওই সংবাদমাধ্যম। যেখানে মহিলারা স্পষ্টভাবে জানাচ্ছেন, অসংখ্য মহিলাকে লাইনে দাঁড় করিয়ে তাঁদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করে সেনা সদস্যরা। বিনিময়ে তাঁদের হাতে দেওয়া হয় সামান্য কিছু খাবার ও জল। যা দিয়ে পরিবারের পেট ভরায় তাঁরা। এক মহিলা জানান, এটা ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই আমার কাছে। সেনার কাছ থেকে পাওয়া ওই খাবার বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা-মা ও সন্তানের বেঁচে থাকার রসদ।সুদানে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে নেমেছেন দেশটির সশস্ত্র বাহিনীরই দুই জেনারেল- আবদেল আল ফতা আল বুরহান ও জেনারেল মহম্মদ হামদান দাগালো। প্রথম জন সুদানের সেনাপ্রধান এবং ২০১৯ থেকে দেশের সর্বোচ্চ শাসনব্যবস্থার জন্য ভারপ্রাপ্ত কাউন্সিলের প্রধান। দ্বিতীয় জন দেশের আধাসামরিক বাহিনী 'র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্স' (আরএসএফ)-এর প্রধান তথা কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য। দুজন জেনারেলের বিরুদ্ধেই মানবাধিকার ভঙ্গ, লুটতরাজ, নৃশংসতা ও ধর্ষণে মদতের অভিযোগ রয়েছে। গত বছর এপ্রিলের ১৫ তারিখ থেকে চলা লড়াইয়ে যুযুধান দুই পক্ষের কেউই সংঘর্ষবিরতি মানছে না। রক্তক্ষয়ী ক্ষমতার লড়াইয়ে পশ্চিমের দারফুর প্রদেশে কয়েকশো মানুষ নিহত হয়েছেন। রাজধানী খারতুমেও প্রাণ হারিয়েছেন অনেকেই। যুদ্ধের জেরে ১৫ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে এখনও পর্যন্ত।

১-ম পাতার পর

কাউকে ভারতে আহ্বান জানানোর অধিকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কে দিয়েছেন: মালব্য

করেন, তাহলে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে ভোট দেওয়া অবৈধ রোহিঙ্গাদের বলব যে ট্রেন জ্বালিয়ে দিন, রাস্তা আটকে দিন এবং মানুষকে হত্যা করুন।'সেইসঙ্গে তিনি বলেন, 'জোড় দিনে (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন), ভারতে বাংলাদেশিদের স্বাগত জানানো হবে। কাউকে ভারতে আহ্বান জানানোর অধিকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কে দিয়েছেন? অভিবাসন এবং নাগরিকত্বের বিষয়টি পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয়। এই বিষয়ে রাজ্যের হস্তক্ষেপের কোনও অধিকার নেই।'

বিজেপির তথ্যপ্রযুক্তি সেলের প্রধান দাবি করেন যে অবৈধ বাংলাদেশিদের ভারতে ঠাঁই দেওয়ার পিছনে বিরোধী জোটের বড়সড় পরিকল্পনা আছে। অবৈধ বাংলাদেশিদের হাত ধরে নির্বাচনে জিততে চাইছে বিরোধী জোট। মালব্যের কথায়, 'বাংলা থেকে ঝাড়খণ্ড পর্যন্ত অবৈধ বাংলাদেশিদের ঠাঁই দেওয়ার যে ভয়ংকর পরিকল্পনা আছে, তার একটা অংশ হল এই বিষয়টি, যাতে ওরা নির্বাচনে জিততে পারে।'

১-ম পাতার পর

পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন মমতা

বাংলাদেশ ফেরত পড়ুয়ারা অনেকেই এখন বেশ স্বস্তিতে আছেন।

গতকাল একুশের মঞ্চ থেকে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে মমতা বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ অন্য দেশ। তাই বাংলাদেশ নিয়ে কোনও কথা বলতে পারি না। এই নিয়ে যা বলার ভারত সরকার বলবে। কিন্তু, কোনও অসহায় মানুষ যদি দরজায় কড়া নাড়ে সেক্ষেত্রে আমরা আশ্রয় দেব।' কার্যত তাঁর সেই বক্তব্যের মধ্যেই ছিল মানবিক আশ্বাস। পাশে থাকার আশ্বাস। বাংলাদেশের পরিস্থিতি যে এখনও স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে তা বলা যায় না। বাংলাদেশে পাঠরত বহু ভারতীয় তরুণ-তরুণী ফিরে আসছেন এপার বাংলায়। কিন্তু তাঁদের অনেকেই সেখানার হিংসা আর তাণ্ডবের ছবি দেখে আর সেদেশে ফেরত যেতে চাইছেন না পড়া শেষ করার জন্য। এখন মুখ্যমন্ত্রীর ট্যুইট বার্তা তাঁদের মনে আশার সঞ্চার করেছে।

সংসদের অধিবেশনের আগে
সাংবাদিকদের সামনে বক্তব্য রাখলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরুর আগে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সংবাদ মাধ্যমের উদ্দেশে বক্তব্য রেখেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দীর্ঘ ৬০ বছর পর কোনো সরকার টানা তৃতীয়বার ক্ষমতায় এলো। এ এক গর্বের বিষয়। তৃতীয় মেয়াদের সরকারের বাজেট পেশকে সমগ্র জাতি এক গৌরবজনক ঘটনা হিসেবে দেখছে। এই বাজেট অমৃতকালের এক মাইলফলক হয়ে উঠবে এবং সরকার যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তা পূরণে সহায়ক হবে। তিনি বলেন, এই বাজেট বর্তমান সরকারের আগামী ৫ বছরের দিক নির্দেশ করবে এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারতের স্বপ্ন পূরণের মজবুত ভিত্তি হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, টানা তিন বছর প্রায় ৮ শতাংশ বিকাশ হার নিয়ে ভারত এখন বৃহৎ অর্থনীতিগুলির মধ্যে দ্রুততম বিকাশশীল হয়ে উঠেছে। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী, বিনিয়োগ ও ভালো ফলাফলের দরুণ এখানে এখন সবথেকে বেশি সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের মধ্যে যে লড়াইতে নেমেছিল, লোকসভা নির্বাচনের পর সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে তার সমাপ্তি ঘটেছে। এখন সব সাংসদের উচিত সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে একযোগে আগামী ৫ বছর দেশের জন্য লড়াই করা। আগামী সাড়ে ৪ বছর দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সংসদের মর্যাদাপূর্ণ মঞ্চকে কাজে লাগিয়ে জাতির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হতে তিনি সব রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আবার ২০২৯ সালের জানুয়ারি মাসে নির্বাচনী লড়াই শুরু হবে। তার আগে পর্যন্ত দেশকে, দেশের গরিব মানুষ, কৃষক, মহিলা ও যুব সম্প্রদায়কে সবার অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।" ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গঠনের সংকল্প পূরণে সর্বতো প্রয়াস চালানো হবে বলে তিনি জানান। প্রধানমন্ত্রী খেদ প্রকাশ করে বলেন, কিছু রাজনৈতিক দলের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য অনেক সাংসদ তাঁদের নির্বাচনী এলাকার সমস্যা এবং বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের মতামত তুলে ধরার সুযোগ পান না। সব সদস্যকে, বিশেষত প্রথমবার নির্বাচিত সদস্যদের বলার সুযোগ দিতে তিনি সব রাজনৈতিক দলের প্রতি অনুরোধ জানান। সংসদে নির্বাচিত সরকারের কাজকর্ম পণ্ড করা এবং প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে বাধা দানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যে এর কোনো স্থান নেই। দেশের মানুষ কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি সফল করতে নয়, দেশের সেবা করার জন্য তাঁদের নির্বাচিত করেছে বলে, প্রধানমন্ত্রী সাংসদদের স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন, "এই সভা কোনো রাজনৈতিক দলের নয়, সমগ্র দেশের। সাংসদদের সেবা নয়, ১৪০ কোটি নাগরিকের সেবা করার জন্য এই সভা গঠিত হয়েছে।" সব সাংসদ গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নেবেন বলে আশাপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োজন। বিরোধী মত মানেই তা খারাপ এমনটা নয়, কিন্তু নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী উন্নয়নের ব্যাঘাত ঘটায়। দেশের সাধারণ নাগরিকদের আশা-আকাঙ্খা ও স্বপ্ন পূরণে গণতন্ত্রের এই মন্দির কাজ করে চলবে বলে প্রধানমন্ত্রী দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশে অশান্তির জেরে বাতিল করা হয়েছে
কলকাতা - ঢাকা মৈত্রি এক্সপ্রেস সহ একাধিক ট্রেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সংরক্ষন ইস্যুতে অগ্নিগর্ব বাংলাদেশ। এখনো ঢাকা সহ বিভিন্ন জায়গায় অশান্তির আগুন জ্বলছে। এখনো পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়। আর এর জেরে সোমবার কলকাতা স্টেশন থেকে কলকাতা ঢাকা মৈত্রী এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে বলে রেল সূত্রে জানা গেছে। এমনকি বুধবার ঢাকা - কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে। রেল সূত্রে আরও বলা হয়েছে বাতিল হওয়া ট্রেনের টিকিটের ভাড়া সম্পূর্ণ ফেরত দেওয়া হবে। শর্তসাপেক্ষে কবে কিভাবে টিকিটের টাকা ফেরত দেওয়া হবে এ বিষয়েও জানানো হয়েছে। রেল সুত্রে আরো জানানো হয়েছে, কলকাতার বিভিন্ন স্টেশনে থাকা টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিটের মূল্য ফেরত দেয়া হবে। পাশাপাশি এও বলা হয়েছে যদি কোন কোন রকম ভাবে টিকিট হারিয়ে যায় অথবা খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে টিকিটের টাকা কোনো ভাবেই ফেরত দেওয়া হবে না। এছাড়া বিদেশি পর্যটকদের জন্য যে কাউন্টার খোলা হয়েছে সেখানে পি আর এস এর মাধ্যমে টিকিটের সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত দেওয়া হবে বলে রেল সুত্রে বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে কোন টিডিআর ইস্যু করা যাবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আগে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ঢাকার মধ্যে চলাচল করা মিতালী এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে। বাংলাদেশের পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হবে তা জানা নেই তাই এই অশান্তির জেরে বন্ধন এক্সপ্রেসও বাতিল করা হয়েছে। বাংলাদেশের তরফ থেকে সবুজ সংকেত পেলেই ট্রেন চলাচল পুনরায় চালু হবে রেল সূত্রে জানা গেছে।

প্রেসিডেন্ট পদের দৌড় থেকে
নিজেকে সরিয়ে নিলেন বাইডেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চাপের মুখে পিছু হঠলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট পদের দৌড় থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন তিনি। সোশাল মিডিয়ায় সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ায় বর্ষীয়ান ডেমোক্র্যাট নেতা জানিয়েছেন, ' দল এবং দেশের স্বার্থে নিজেকে সরিয়ে নিলাম।'মনে করা হচ্ছে, বাইডেন প্রেসিডেন্ট পদের দৌড় থেকে সরে দাঁড়ানোয় পথ খুলে গেল ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের জন্য। কমলা যদিও দলের টিকিট পেয়ে ভোটে জিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হন, তবে ইতিহাসের সাক্ষী হবে দেশ। সেক্ষেত্রে প্রথমকৃষ্ণাঙ্গ মহিলা প্রেসিডেন্টের জন্য হোয়াইট হাউসের দরজা খুলে যাবে। অন্যদিকে প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভুত প্রেসিডেন্টও পাবে আমেরিকা। উল্লেখ্য, কমলার মায়ের শ্যামলা নাম গোপালন। তামিলনাড়ুর বাসিন্দা। পেশায় বায়োলজিস্ট। যদিও নিজের উত্তরসূরির কথা জানাননি ৮১ বছরের ডেমোক্র্যাট নেতা। তবে এদিনের পোস্টের সঙ্গে নিজের এবং কমলার ছবি পোস্ট করেছেন তিনি। যা ইঙ্গিতপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

৮১ বছরের বাইডেনকে প্রার্থী করা নিয়ে দ্বিধায় ছিল তাঁর দল। এর মধ্যে জানা গিয়েছিল, শারীরিক কারণে বাইডেনের পরিবারও চাইছে না ফের ভোটে লড়াই করুন তিনি। শেষ মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী বদলে ফেলতে পারে ডেমোক্র্যাট শিবির, এই জল্পনা ছিল। বাস্তবে তেমনটাই ঘটল। রবিবার এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সেখানে তিনি সমর্থকদের জানান, ২০২৫ এর জানুয়ারি অবধি প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব সামলাবেন। তবে প্রেসিডেন্ট প্রার্থীপদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন। বাইডেন লেখেন, "মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্মান। যখন সামনে পুনর্নির্বাচন, তখন আমার বিশ্বাস সঠিক সিদ্ধান্ত হল দল এবং দেশের স্বার্থে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া। এবং প্রেসিডেন্ট পদের বাকি সময়কাল দায়িত্বের সঙ্গে যাবতীয় কর্তব্য সম্পাদন করা।"

শক্তিশালী বিরোধী শিবির
নিজেদের দাবিতে সরগরম করে রাখল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নতুন লোকসভার বাদল অধিবেশন শুরু হওয়ার ২৪ ঘণ্টা আগে, আজ সর্বদলীয় বৈঠকে তা দেখা গেল। সংখ্যায় আগের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী বিরোধী শিবির নিজেদের দাবিতে সরগরম করে রাখল বৈঠক। আসন্ন অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার দাবিতে সরব হলেন 'ইন্ডিয়া' মঞ্চের বিভিন্ন শরিক দলের নেতারা।মোট ৪৪টি রাজনৈতিক দলের ৫৫ জন নেতা এ দিন উপস্থিত ছিলেন। জয়রামের কথায়, 'দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া কী ভাবে বদলে গিয়েছে। সর্বদলীয় বৈঠকে বিজেডি-র নেতারা, বিজেপি সভাপতি জে পি নড্ডা এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন তাঁদেরই করা ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইস্তাহারের কথা! যে ইস্তাহারে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল ওড়িশাকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হবে।' তিনি আরও বলেন, 'সর্বদলীয় বৈঠকে সব নেতাই নির্বিশেষে দাবি করেছেন, সেন্ট্রাল হল আবার খুলে দেওয়া হোক, যেখানে সাংসদেরা নিজেদের মধ্যে মেলামেশা করতে পারবেন।'২১ জুলাইয়ের সমাবেশের জন্য তৃণমূলের কোনও প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোনও বার যা দেখা যায় না, মোদী সরকারের 'বি দল' হিসেবে চিহ্নিত তথা সদ্য রাজ্যের (ওড়িশা) ক্ষমতা খোয়ানো সেই বিজু জনতা দলও (বিজেডি) বৈঠকে নিজেদের দাবির কথা শুনিয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহকে।

রাজনাথ আজ সভাপতিত্ব করেন সর্বদল বৈঠকে। বিরোধী নেতা, সাংসদদের মধ্যে আজ বৈঠকে ছিলেন কংগ্রেসের কে সুরেশ, গৌরব গগৈ, জয়রাম রমেশ এবং প্রমোদ তিওয়ারি, আপের সঞ্জয় সিং, ওয়াইএসআর কংগ্রেস-এর ভি ভি রেড্ডি, এসপি- র রামগোপাল যাদবরা। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নড্ডা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসওয়ানও ছিলেন বৈঠকে।নিট পরীক্ষায় কারচুপি, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অপব্যবহার নিয়ে সুর চড়ান গৌরব। পাশাপাশি কংগ্রেসের দাবি, এই অধিবেশনে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন হোক। কাঁওয়ার যাত্রায় দোকানের মালিকের নাম সাইনবোর্ডে লেখার নির্দেশিকা নিয়ে চলছে উত্তরপ্রদেশে বিতর্ক। আজ তার বিরোধিতা করে রামগোপাল যাদব মুখ খোলেন। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বলছেন, এই নির্দেশে পেটে টান পড়ার উপক্রম হবে সেখানকার মুসলিম ব্যবসায়ীদের। কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা সম্প্রতি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'আমাদের সংবিধান সর্বদাই সকল জাতিকে সমান অধিকার দিয়েছে। উত্তরপ্রদেশ সরকার যে কাজ করছে, তা সংবিধান-বিরোধী।'

আজ কংগ্রেসের প্রধান মুখপাত্র জয়রাম রমেশ সর্বদলীয় বৈঠকের পর বলেন, "বিহারের জন্য বিশেষ মর্যাদা চেয়েছে জেডিইউ। ওয়াইএসআর কংগ্রেস চেয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশেষ মর্যাদা। কিন্তু, চন্দ্রবাবু নায়ডুর টিডিপি মুখ খোলেনি বৈঠকে।"

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৪ বর্ষ ২০০ সংখ্যা ২৩ জুলাই, ২০২৪ মঙ্গলবার ০৭ শ্রাবণ, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

আবার বাজারে আলুর দাম বৃদ্ধির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে

বেরোচ্ছে না! ব্যবসায়ীদের ডাকা কর্মবিরতির জেরে আবার বাজারে আলুর দাম বৃদ্ধির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। জোগান না বাড়লে মঙ্গলবার থেকেই অগ্নিমূল্য হতে পারে আলু। রাজ্য সরকার অবশ্য 'সুফল বাংলা' স্টলের মাধ্যমে আলু বিক্রির পরিকল্পনা করেছে দামে লাগাম পরাতে। পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক কে রাধিকা আয়ার বলেন, "আমরা ইতিমধ্যেই সুফল বাংলার স্টল খুলেছি জেলার বিভিন্ন জায়গায়।" ভিন্‌রাজ্যে আলুর গাড়ি পাঠানোর দাবি নিয়ে জেলাশাসক বলেন, "আমরা রাজ্য সরকারের নিয়ম অনুযায়ী যা করার করছি।" মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের পর আলুর দাম কমানোর ব্যাপারে সরকারি চাপের মুখে পড়ে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি।তাদের অভিযোগ, বাজারে জোগান বাড়িয়ে আলুর দাম কমাতে গিয়ে কোনও রকম লিখিত নির্দেশ ছাড়াই আলুবোঝাই ট্রাক রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্তে আটকে রাখা হচ্ছে। এর প্রতিবাদে শনিবার কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত নিয়েছে ব্যবসায়ীদের ওই সংগঠন। রবিবার এমনিতেই হিমঘর বন্ধ থাকে। কিন্তু সোমবার বিভিন্ন জায়গায় হিমঘর খোলা হলেও, কর্মবিরতির কারণে আলু বার করা হচ্ছে না সেখান থেকে। গত শনিবার হিমঘর থেকে যে পরিমাণ আলু বার করা হয়েছিল, তা-ও বাজারে প্রায় শেষের দিকে। এই পরিস্থিতিতে আশঙ্কা, খুচরো ব্যবসায়ীদের কাছে যা আলু মজুত আছে, তা তাঁরা দাম বাড়িয়েই বিক্রি করবেন। মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশের পর প্রশাসনিক তৎপরতায় অন্য আনাজের দাম কমলেও আলুর দামে বিশেষ হেরফের হয়নি। গত কয়েক দিন ধরেই হুগলি, বর্ধমানের খোলা বাজারে জ্যোতি আলু কেজিতে ৩২-৩৩ টাকা ও চন্দ্রমুখী আলু কেজিতে ৩৮-৪০ টাকার আশপাশে ঘোরাফেরা করছে। দাম আরও বাড়লে তা আর সাধারণের সাধ্যের মধ্যে থাকবে না বলেই মনে করছেন ক্রেতারা।প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক লালু মুখোপাধ্যায় বলেন, "রাজ্যের প্রায় ৮০ হাজার আলু ব্যবসায়ী কর্মবিরতিতে শামিল হয়েছেন। ২০১৪ সালে এ রকম হয়েছিল। ভিন্‌রাজ্যে আলু যাওয়া আটকানো হয়েছিল। তবে এ বার নির্দেশ নেই। কিন্তু পুলিশি হয়রানি হচ্ছে রাজ্যের সীমান্তগুলিতে। মুখ্যমন্ত্রী বাইরে পাঠাতে বারণ করেননি। উনি নজরদারি করতে বলেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর মিটিংয়ের পর থেকে আলুর দাম অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আছে। নিয়ন্ত্রণে থাকার পরেও যদি বাইরে আলু যাওয়া আটকানো হয়, তা হলে ব্যবসা করব কী করে।" ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, এ রকম আলুও থাকে, যেগুলি এ রাজ্যে বিক্রি হয় না। বিক্রি হয় বাইরের রাজ্যে। তা-ও আটকে দেওয়া হচ্ছে। আলু ব্যবসায়ী সমিতির শালবনি শাখার সভাপতি নবকুমার ভুঁইয়া বলেন, "আজ থেকে স্টোরে ধর্মঘট শুরু হয়েছে। আলু বার হয়নি হিমঘর থেকে।"মজুত রুখে বাজারে জোগান বাড়িয়ে আলুর দাম কমানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। আবার আলুর জোগান বাড়াতে গিয়ে হিমঘর দ্রুত খালি হয়ে গেলে বছরের শেষে সঙ্কট দেখা দিতে পারে। তখন ফের আলুর দাম আকাশ ছোঁবে। আলুর মজুত ও জোগানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে রীতিমতো হিসাব কষে পা ফেলতে হচ্ছে প্রশাসনকে। শুধু তা-ই নয়, আলুর দাম বাড়তে থাকায় এ বার নির্ধারিত সময়ের আগেই এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে হিমঘর খোলা হয়েছে। নতুন আলু তখন থেকেই বেরোচ্ছে। তার পরেও দাম কমেনি।

কেরলের মলপ্পুরম জেলায় নিপা ভাইরাসে

আক্রান্ত হওয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ নির্দেশ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কেরলের মলপ্পুরম জেলায় নিপা ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। ঐ জেলার ১৪ বছর বয়সী এক কিশোরের দেহে নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার চিহ্ন ফুটে ওঠায় তাকে প্রথমে স্থানীয় একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। পরে, কোঝিকোড়ের একটি বড় হাসপাতালে কিশোরটিকে স্থানান্তরিত করা হয়। তবে, ছেলেটি নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার দরুণ পরে মারা যায়। তার শরীর থেকে নেওয়া নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় পুণের এনআইভি-তে। সেখানে নিপা ভাইরাসের অস্তিত্ব সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়।

এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকার সংশ্লিষ্ট রাজ্য প্রশাসনকে পরামর্শ দিয়েছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে বিপন্মুক্ত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে। এক নির্দেশে বলা হয়েছে যে কোন পরিবারে নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিবারের সকল সদস্য এবং আশেপাশের বাড়িগুলিতে বসবাসকারী প্রতিবেশীদেরও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে। এছাড়া, গৃহীত নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠাতে হবে পরীক্ষাগারগুলিতে। এ সম্পর্কে তদন্ত, অনুসন্ধান এবং প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের জাতীয় ওয়ান হেলথ মিশন-এর আওতায় একটি রেসপন্স টিম পাঠানো হয়েছে ঐ রাজ্যে। এছাড়াও, রাজ্য সরকারের অনুরোধে আইসিএমআর-এর পক্ষ থেকেও প্রয়োজনীয় সহযোগিতামূলক পদক্ষেপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অতীতেও কেরলে নিপা ভাইরাসের অস্তিত্বের প্রমাণ মিলেছে। সাম্প্রতিককালে গত বছর, অর্থাৎ ২০২৩-এ ঐ কোঝিকোড় জেলাতেই নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায়। জানা গেছে যে বাদুড়ে খাওয়া ফল যদি কোনভাবে মানব শরীরে প্রবেশ করে তাহলে তাতেও নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। কারণ, বাদুড় নিপা ভাইরাস বহনকারী একটি প্রাণী রূপে চিহ্নিত হয়েছে।

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সমুদ্র-বন বলতে বুঝিয়েছে সমুদ্রের ধারের বন। এই সুন্দরবনকে নিয়ে সারা বিশ্বের মানুষ প্রতিনিয়ত চর্চা গবেষণা সবকিছু চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এর সঠিক হদিস গবেষকরা বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছে ।সুন্দরবন পৃথিবীর মানচিত্র একটু অন্য কথা বলে যায়,বঙ্গোপসাগরের উপকূল এলাকায় ছোট ছোট শাখা নদীর মাঝে বিস্তীর্ণ বদ্বীপ তৈরি হয়েছে, আর সেই বদ্বীপ কে ঘিরে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে সুন্দরবন অবস্থিত।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আজকের দিনেও মানুষ সেবায় শ্রেষ্ঠতা তিনি মাদার টেরিজা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(পঞ্চম পর্ব)

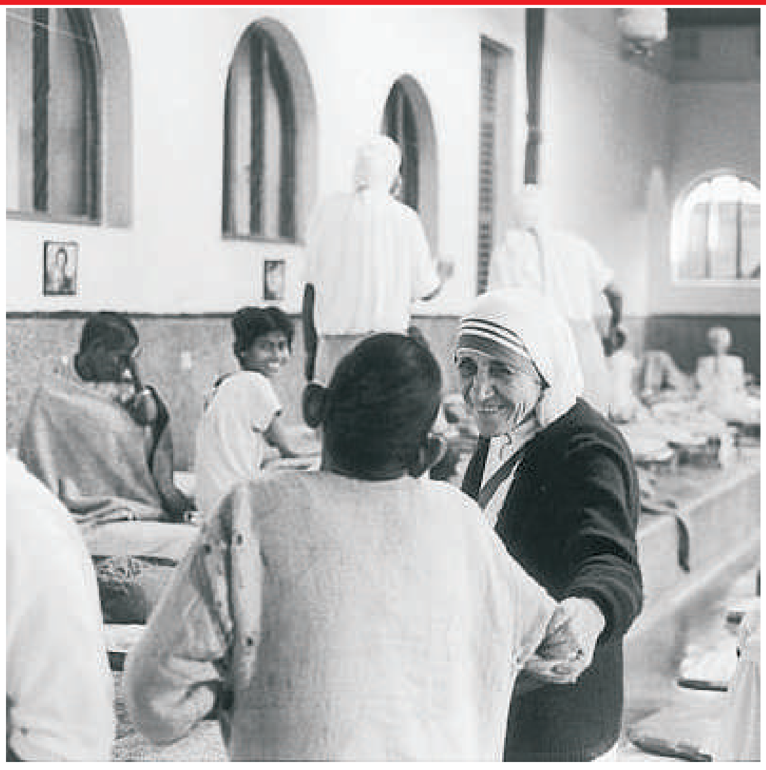

সংসার জীবনের আনন্দ ত্যাগ করে এসে তিনি যোগ দেন আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে মিশনারী মেয়েদের দল 'সিস্টার্স অব লোরেটো'তে এবং সেখানেই তিনি সাধু সেইন্ট তেরেসার নামানুসারে 'সিস্টার ম্যারি তেরেসা' নাম গ্রহণ করেন। সেখান থেকে তিনি ভারতে পাড়ি জমান এবং দার্জিলিংয়ে ধর্মপ্রচারের কাজ শুরু করেন। পূর্ব কলকাতায় বহু বছর তিনি মিশনারির মেয়েদের স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা পদে নিযুক্ত ছিলেন। খুব কম সময়ের মধ্যেই তিনি খুব ভালো বাংলা ও হিন্দী শিখে নেন। স্কুলে তিনি ইতিহাস ও ভূগোল শেখানোর পাশাপাশি কীভাবে শিক্ষা দ্বারা এই অঞ্চলের মেয়েদের দরিদ্রতা দূর করা যায়, সেদিকেও মনোনিবেশ করেন। সিস্টার তেরেসা ধর্মের পথে পবিত্রতার ও সেবার শপথ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম নেন ১৯৩১ সালের মে মাসে। এরপর শিক্ষকতার অনেকগুলো বছর পার করে ২৪শে মে, ১৯৩৭ সালে তিনি তাঁর চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ নিয়েছিলেন ।৩৬ বছর বয়সে তিনি নিজের হৃদয়ে ভারতের গরীব অসহায় মানুষদের জন্য কিছু করার তাড়না অনুভব করেন। তিনি নিজের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন জায়গা থেকে মৌলিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ নেন, আর তারপর বেরিয়ে পড়েন ভারতের রাস্তায় দরিদ্রের মধ্যে, যারা হতদরিদ্র, অভাগাদের মধ্যেও যারা সবচেয়ে অসহায়, সেই আশাহীন, সহায়-সম্বলহীন মানুষদের জন্য। খুবই সামান্য সম্বল নিয়ে ১৯৪৮ সালের ভারতে এটা কোনো সহজ কাজ ছিল না। এমন প্রায়ই হতো যে হতদরিদ্রের মুখে খাবার তুলতে গিয়ে তিনি নিজেই অনাহারে থেকেছেন কতদিন, এমনকি খাবারের জন্য হাত পাততে হতো অন্যদের কাছে। তাঁর সমগ্র জীবনই যেন দেখিয়ে গেছে, কীভাবে অন্যদের দুঃখের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিতে হয়। সে বছরের ১৭ই আগস্ট তিনি নীল পাড়ের সাদা শাড়ি তুলে নেন নিজের পরবর্তী সারা জীবনের জন্য। ধীরে ধীরে তাঁর এই শাড়িই হয়ে ওঠে বস্তি থেকে রাস্তা পর্যন্ত কলকাতার সকল অবহেলিত, অনাকাঙ্ক্ষিত, স্নেহহীন মানুষদের জন্য আশা ও মমতার প্রতীক। নিজের প্রার্থনার খাতায় তিনি লিখে যান- “হে ঈশ্বর, আমাকে শক্তি দিন এই মানুষগুলোর জীবনের আলো হয়ে ওঠার, যেন আমি তাদেরকে অন্তত আপনার দিকে ফেরাতে পারি।” যেন তাঁর ধর্মীয় সকল জ্ঞান আর নিজের সমস্ত চেতনা তাঁকে এক মুমূর্ষু ও দুস্থ মানবতার সেবার জন্য ডাকছিলো।মাদার তেরেসা খুব শীঘ্রই নিজের সকল ইচ্ছাশক্তি আর আন্তরিকতা নিয়ে নেমে গেলেন। প্রথমে মৃতপ্রায়, গৃহহীন, নিঃস্ব মানুষদের মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের ব্যবস্থা করলেন।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

নীতীশের দাবি মানল না কেন্দ্র, খোঁচা দিল আরজেডি

নয়াদিল্লি: নিউজ সারাদিন : এনডিএ জোটে রয়েছে তারা। কেন্দ্রে শাসক জোটের অন্যতম শরিক। সেই নীতীশ কুমারের দল জেডিইউয়ের দাবি খারিজ করল কেন্দ্রীয় সরকার। বিহারকে বিশেষ ক্যাটেগরির মর্যাদা দেওয়ার দাবি জানিয়েছিল জেডিইউ। তা সম্ভব নয় বলে সোমবার সংসদের বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনই জানিয়ে দিল কেন্দ্র। এদিন কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরি লিখিত জবাবে জানান, বিহারকে বিশেষ ক্যাটেগরির মর্যাদা দেওয়া সম্ভব নয়। কেন্দ্র তাদের সিদ্ধান্ত জানানোর পরই নীতীশ কুমারকে কটাক্ষ করেছে লালুপ্রসাদ যাদবের দল আরজেডি।

গত ২৯ জুন জেডিইউয়ের জাতীয় কার্যনির্বাহী বৈঠকে বিহারকে বিশেষ ক্যাটেগরির মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে প্রস্তাব পাশ হয়েছিল। রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন শুরু হয়, মোদী সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতেই কি এই প্রস্তাব পাশ করেছে জেডিইউ? কারণ, কেন্দ্রে এনডিএ-র গুরুত্বপূর্ণ শরিক জেডিইউ। নীতীশের দল ও চন্দ্রবাবু নাইডুর টিডিপি-র সমর্থনের উপর মোদী সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভর করছে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্র কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেদিকে তাকিয়ে ছিল রাজনৈতিক মহল।

সোমবার সংসদে জেডিইউ সাংসদ রামপ্রীত মণ্ডল অর্থমন্ত্রকের কাছে জানতে চান, আর্থিক উন্নতি ও শিল্পায়নের জন্য বিহার ও অন্যান্য পিছিয়ে থাকা রাজ্যগুলিকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া নিয়ে সরকার কি কোনও পরিকল্পনা করেছে? লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরি জানান, বিহারকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

রাজ্যবাসীর জন্য বিরাট সুখবর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যবাসীর জন্য বিরাট সুখবর। প্রায় ৭ লক্ষ কাজের সুযোগ তৈরি হতে চলেছে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি নবান্ন থেকে তিনি ঘোষণা করেন, কলকাতার লেদার কমপ্লেক্সে অন্তত ১০,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ হতে চলেছে।সাংবাদিক বৈঠকে আলাপন জানান, সরকারের তরফ থেকে বিপুল ক্ষমতাসম্পন্ন পানীয় জল সরবরাহ কেন্দ্র বানানো হবে। যা একদিকে ট্যানারির কাজে লাগবে, তেমনই আশেপাশের এলাকার মানুষের জলের চাহিদাও মিটবে। এর জন্য প্রায় ৪৭৫ কোটি টাকা খরচ হতে চলেছে বলে খবর।

এদিকে আবার আলিপুর মিউজিয়ামের সামনে লেদার ও কটেজ ইন্ডাস্ট্রি মলও বানানো হবে। হিডকোর উদ্যোগে তৈরি হবে এই মল। রাজ্যের এই উদ্যোগের ফলে বহু মানুষ আশার আলো দেখতে শুরু করেছেন। এর ফলে রাজ্যে অনেক কাজের সুযোগ হবে একথা সামনে আসতেই মুখে হাসি ফুটেছে অনেকের।মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা জানান, প্রচুর পরিমাণে ট্যানারি ও জুতো তৈরির কারখানা তৈরি হতে চলেছে বাংলায়। আলাপনের কথায়, প্রায় ১৪৭টি ট্যানারি ও ১৩৯টি জুতো তৈরির কারখানা তৈরি করা হবে। আর সেখান থেকে তৈরি হবে লক্ষাধিক কাজের সুযোগ। সব কিছু মিলিয়ে, প্রায় ৭ লক্ষ কাজের সুযোগ তৈরি হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার নবান্নে একটি বৈঠক ডাকা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । একাধিক শিল্পপতি এবং শিল্প দফতরের আধিকারিকরা হাজির ছিলেন সেখানে। সেই বৈঠকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আলিপুরে হিডকোর তরফ থেকে মল বানানো হবে। এই মলে যে জিনিস পাওয়া যাবে তার ৫০% তৈরি হবে লেদার কমপ্লেক্সে এবং বাকি ৫০% হবে রাজ্যের ক্ষুদ্র শিল্প থেকে উৎপাদিত সামগ্রী।

সিনেমার খবর

cinema TV

এবার বলিউডে রাজ চক্রবর্তী!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : টলিপাড়ায় কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে বলিউডে যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছেন পরিচালক রাজ চক্রবর্তী। বহুদিন পর স্বপ্নপূরণ হতে চলেছে রাজ চক্রবর্তীর। এবার নাকি হিন্দি সিরিজ পরিচালনা করবেন রাজ। যার প্রেক্ষাপট থাকছে রাজেরই হিট বাংলা ছবি 'পরিণীতা'। যেটি জাতীয়স্তরে প্রথমসারির একটি ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাবে। ২০১৯-এ মুক্তি পেয়েছিল রাজ চক্রবর্তী পরিচালিত ছবি 'পরিণীতা'। নিজের ঘরানা ছেড়ে বের হয়ে একেবারেই অন্যধারার ছবি তৈরি করেছিলেন রাজ। আবার এই ছবিটিই রাজের অভিনেত্রী স্ত্রী শুভশ্রী গাঙ্গুলী জীবনেও একটা মাইলস্টোন। এই ছবির হাত ধরেই নিজেকে অভিনেত্রী হিসাবে আরও একবার প্রমাণ করেছিলেন শুভশ্রী। বুঝিয়েছিলেন, তথাকথিত বাণিজ্যিক ছবির বাইরেও তিনি দক্ষ অভিনেত্রী। যদিও সেই পরিণীতা গল্পকেই প্রেক্ষাপট করে সিরিজ আকারে তুলে ধরতে চলেছেন রাজ। যদিও গল্প ও চিত্রনাট্যে নাকি অনেকটাই বদল আনা হচ্ছে। রাজ চক্রবর্তীর হিন্দি সিরিজের জন্য গল্প লিখছেন এক মারাঠি লেখক। এখন প্রশ্ন, রাজের এই সিরিজের নায়িকাও কি শুভশ্রী? সূত্রের খবর, রাজ নাকি এক্ষেত্রে হিন্দি ওটিটি দুনিয়ার দুই প্রথম সারির নায়িকাকে বেছে নিয়েছেন। যদিও নাম প্রকাশে নারাজ রাজ চক্রবর্তী। তবে এই সিরিজে বলিউডের নায়িকাদের পাশাপাশি কলকাতার খ্যাত নামা অভিনেতারাও থাকবেন বলে খবর। পূজার সময় হিন্দি সিরিজের শুটিং করার পরিকল্পনা রয়েছে রাজের। আর বাংলা ছবির মতোই এই সিরিজের পটভূমিকাতেও থাকবে উত্তর কলকাতা। এখন প্রশ্ন বাবাইদার মৃত্যুর প্রতিশোধের গল্প থেকেই কি শুরু হবে সিরিজটি নাকি অন্য কোন গল্পে মোড় নেবে? সেটি জানারই অপেক্ষায় দর্শকরা।

তাপসীর ফেরা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : রোমান্টিক থ্রিলার সিনেমা হাসিন দিলরুবার ওটিটিতে মুক্তি পেয়েছিল সেই ২০২১ সালে। তারপর পেরিয়ে গেছে তিনটি বছর। নতুন খবর হলো- এবার সিনেমাটির সিক্যুয়েল মুক্তির জন্য প্রস্তুত। সিক্যুয়েলের শিরোনাম 'ফির আয়ি হাসিন দিলরুবা'। এতে তাপসী পান্নু ও বিক্রান্ত ম্যাসির পাশাপাশি যোগ হয়েছেন সানি কৌশল।

রহস্যময় প্রেমের কাহিনী নিয়ে নির্মিত 'ফির আয়ি হাসিন দিলরুবা' আগামী ৯ আগস্ট মুক্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

তাপসী পান্নু, বিক্রান্ত ম্যাসি, সানি কৌশল ফির আয়ি হাসিন দিলরুবার মুক্তির তারিখ ঘোষণা করেন।

ফির আয়ি হাসিন দিলরুবা, তাপসী পান্নু, বিক্রান্ত ম্যাসি, হাসিন দিলরুবা,

আজ ১৫ জুলাই 'ফির আয়ি হাসিন দিলরুবা'র অভিনেতারা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে সিনেমাটি মুক্তির তারিখ ঘোষণা করেছেন। ছোট্ট একটি ক্লিপে তাপসী পান্নুকে বলতে শোনা যায়, আগামী ৯ আগস্ট দেখা হবে। ফোঁটা ফোঁটা ফোঁটা ফোঁটা হবে, মারাত্মক বৃষ্টি হবে।

যেখানে বিক্রান্ত ম্যাসি বলছেন, ৯ আগস্ট দিনটি কাটুক হাসিন দিলরুবার সঙ্গে। সানি কৌশল বলেন, দর্শকের মন মাতাতে ৯ আগস্ট আসছে হাসিন দিলরুবা। ভালোবাসায় ভরে যাক আগামী ৯ আগস্ট।

তাপসী আরও বলেন, সবাইকে ভালবাসার পাঠ শেখাবে 'ফির আয়ি হাসিন দিলরুবা'। ৯ আগস্ট দেখা হবে শুধুমাত্র নেটফ্লিক্সে।

ওই ভিডিও ক্লিপে চরিত্রগুলোর লুকও দেখানো হয়েছে, ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজছিল এক হাসিনা থি গানটি। পোস্টের ক্যাপশনে লেখা, ৯ আগস্ট বেজে উঠুক হাসিন শ্যাম, দিলরুবার নাম। 'ফির আয়ি হাসিন দিলরুবা' আগামী ৯ আগস্ট মুক্তি পাচ্ছে, শুধুমাত্র নেটফ্লিক্সে।

ফির আয়ি হাসিন দিলরুবা নিয়ে কিছু তথ্য

রোমান্স, সাসপেন্স ও নানা টুইস্ট অ্যান্ড টার্নে ভরপুর সিনেমাটি। এতে রানির চরিত্রে তাপসী পান্নু, রিশুর চরিত্রে বিক্রান্ত ম্যাসি, অভিমন্যু চরিত্রে সানি কৌশল ও মৃত্যুঞ্জয়ের চরিত্রে জিমি শেরগিল অভিনয় করেছেন। কালার ইয়েলো প্রোডাকশনস ও টি-সিরিজ ফিল্মস পরিচালিত ছবিটি পরিচালনা করেছেন জয়প্রদ দেশাই এবং লিখেছেন কণিকা ধিলন।

অনন্ত আম্বানির বিয়েতে কী উপহার পেলেন ভিআইপি অতিথিরা?

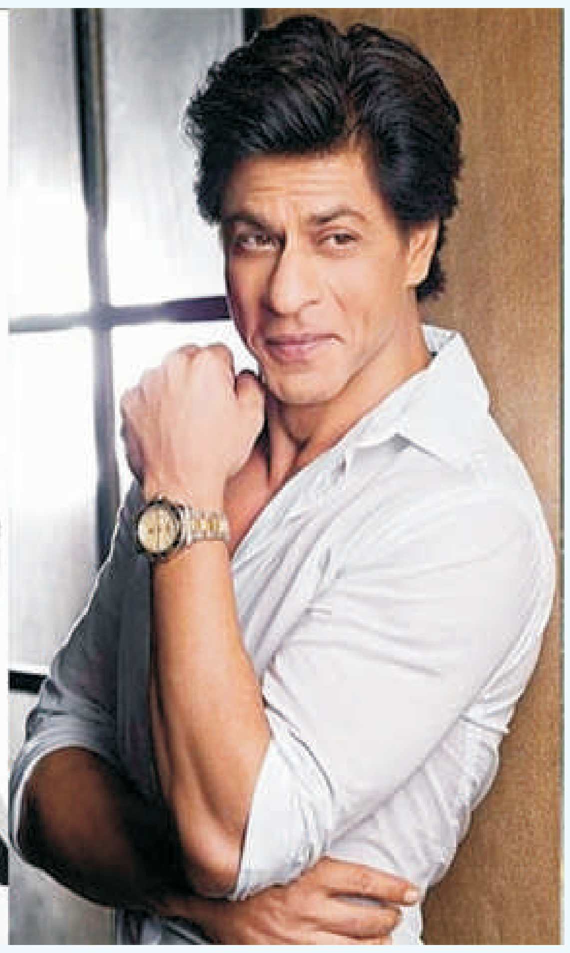

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : এই শতকের সবচেয়ে দামী বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছে অনন্ত আম্বানি ও রাধিকা মার্চেন্টের বিয়েতে। তাদের বিয়েতে ব্যয় হয়েছে পাঁচ হাজার কোটি টাকা। অতিথি হিসাবে উপস্থিত হয়েছেন ভারত ও বিশ্বের অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব।

অতিথিদের অভ্যর্থনায় কোনও কমতি রাখেনি আম্বানি পরিবার। এমনকি অতিথিদের নানা উপহারও দিয়েছেন। যারা পাত্রপক্ষ হিসাবে হাজির ছিলেন তাদের অনেককে ২ কোটি টাকার ঘড়ি উপহার দিয়েছেন অনন্ত। সামাজিক মাধ্যমে অনেকেই সেই ছবি পোস্ট করেছেন।

অনন্ত নিজেও হাতঘড়ি পছন্দ করেন। তার সবসময় পরা ঘড়ির দাম ৩০ কোটি। এবার বন্ধুদেরও ঘড়ি উপহার দিলেন তিনি।

জানা যাচ্ছে, সেই প্রতিটি ঘড়ির মূল্য ২ কোটি টাকা। 'অডেমারস পিগুয়েটের' ব্র্যান্ডের ঘড়ি উপহার পেয়েছেন তারকারা। ঘড়িগুলো একটি ৪১ মিলিমিটার ১৮ ক্যারেটের গোলাপিরঙা সোনার কেসে আছে। যা ৯.৫ মিলিমিটার পুরু। ঘড়িগুলোর গ্র্যান্ডে ট্যাপিসেরি প্যাটার্নসহ গোলাপি সোনার ডায়াল আছে। ঘড়িতে আরও আছে গোলাপি সোনার আওয়ার মার্কার, রয়্যাল ওক হ্যান্ডের মতো বৈশিষ্ট্য। অডেমারস পিগুয়েটেরের ঘড়িগুলো গোলাপিরঙা সোনার টোনযুক্ত ইন্টারনাল বেজেল ও দারুণ ক্যালিবারসহ ৫১৩৪ সেলফ-ওয়াইন্ডিং মুভমেন্টের মতো বৈশিষ্ট্য আছে।

প্রসঙ্গত, কয়েক মাস ধরেই খবরের শিরোনাম রয়েছে অনন্ত আম্বানি ও রাধিকার বিয়ে। চলতি মাসের ১২ জুলাই তাদের বিয়ে হয় এবং এরপর ১৩ জুলাই শুভ আশীর্বাদ অনুষ্ঠান হয়। এর আগে জামনগরে ও ইতালিতে দুটো প্রি-ওয়েডিং অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আম্বানি পরিবারের এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে বিল গেটস থেকে মার্ক জুকারবার্গের মতো ব্যবসা এবং বাণিজ্য জগতের অনেক বড় ব্যক্তিকেও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে। দেখা গেছে হলিউড ও বলিউডের একাধিক স্টারকে।

আম্বানিদের বিয়েতে গিয়ে কেন ট্রোলড নবাব কন্যা?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতে সাড়া তোলা অনন্ত আম্বানি-রাধিকা মার্চেন্টের বিয়েতে যে পোশাক পরে নিজেকে সাজিয়ে তুলেছিলেন অভিনেত্রী সারা আলী খান, সেই পোশাকই 'কাল' হয়ে দাঁড়িয়েছে সাইফ কন্যার জন্য।

অনন্ত-রাধিকার বিয়ের রাত ও আশীর্বাদ দুইদিনই পাকিস্তানি শিল্পী ইকবাল হুসেইনের নকশা করা পোশাক পরেছিলেন সারা। ওই পোশাক পরা ছবি ইনস্টাগ্রামে শেয়ারও করেন এই অভিনেত্রী। সেখানে কেশসজ্জাশিল্পী, চিত্রগ্রাহক, রূপটানশিল্পী সবার কথা বললেও পোশাকশিল্পী ইকবালকে নিয়ে একটা শব্দও খরচ করেননি সারা। সে কারণে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অনেকেই নিন্দার ঝড় তুলেছেন।

কেউ লিখেছেন, "শিল্পীকে তার শিল্পের সম্মানটা দেওয়া উচিত, সে তিনি যে দেশেরই হোন না কেন।' আরেকজন লিখেছেন, "যার নকশা করা পোশাক পরেছেন, সেই শিল্পীর নামই জানেন না।' তবে এই বিষয়ে সারার কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

সারা আলী খানের বর্তমান ব্যস্ততা এখন ওটিটির পর্দায় গত ১৫ মার্চ নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে সারা অভিনীত সিনেমা 'মার্ডার মুবারক'। সেখানে তাকে দিল্লির এক অভিজাত পরিবারের আধুনিক মেয়ের চরিত্রে দেখা গেছে।

এরপর ২১ মার্চ অ্যামাজন প্রাইমে মুক্তি পায় সারার 'অ্যায়ে বতন মেরে বতন' সিনেমাটি। এই সিনেমায় সারা অভিনয় করেছেন ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামী উষা মেহতার ভূমিকায়।

বড় দুঃসংবাদ পেলেন মেসি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কোপা আমেরিকায় কলম্বিয়াকে হারিয়ে রেকর্ড ১৬ বার শিরোপা জিতেছে আর্জেন্টিনা। এ নিয়ে টানা তিন আন্তর্জাতিক ট্রফি জয়ের বিরল রেকর্ড গড়েছেন লিওনেল মেসি, ডি মারিয়ারা। চোটের কারণে পুরো ফাইনাল না খেলতে পারলেও দলের সঙ্গে শিরোপা উৎসবে উপস্থিত ছিলেন তারকা ফুটবলার লিওনেল মেসি। অবশ্য চোটের কারণে ট্রফি নিয়ে সতীর্থদের সঙ্গে দেশে ফিরতে পারেননি তিনি। এবার বড় দুঃসংবাদ পেলেন এই ৩৭ বছর বয়সী তারকা।

১৭ জুলাই জনপ্রিয় ফুটবলভিত্তিক ওয়েবসাইট গোল ডটকমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, একদিন আগে লিওনেল মেসি নিজে সমর্থকদের দ্রুত মাঠে ফেরার বার্তা দিলেও, সহসাই ফিরতে পাচ্ছেন না তিনি। ইন্টার মায়ামির বিবৃতি অনুযায়ী, মেসির পায়ের গোড়ালির অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। যার ফলে অনির্দিষ্টকালের জন্য মাঠের বাইরে ছিটকে পড়লেন এই তারকা।

ক্লাবের পক্ষে থেকে আরও জানানো হয়, গতকাল মঙ্গলবার (১৬ জুলাই) মেসির ডান গোড়ালিতে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করা হয়। এরপরই জানা যায়, গোড়ালির লিগামেন্ট ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তার। তাই এই চোট কাটিয়ে কবে মাঠে ফিরবেন, তা এখনও নিশ্চিত নয়। তবে, মায়ামির হয়ে মেজর লিগ সকারের প্রথম দুই ম্যাচে যে তার খেলা হচ্ছে না, তা একপ্রকার নিশ্চিত।

রিয়ালের জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত এমবাপ্পে!

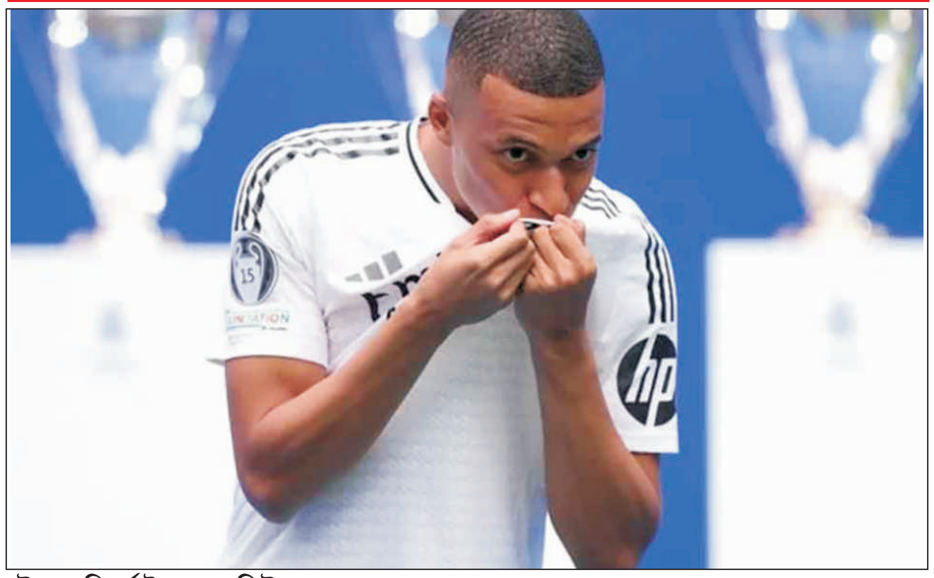

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : রিয়াল মাদ্রিদ গতকাল কিলিয়ান এমবাপ্পেকে তাদের খেলোয়াড় হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। সেখানেই রিয়াল সমর্থকদের ভালোবাসায় আপ্লুত এমবাপ্পে জানিয়ে দিলেন, প্রিয় ক্লাবের জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত তিনি। সেই সঙ্গে নিজের আইডল ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোকেও স্মরণ করেন এই তরুণ ফুটবল মহাতারকা।

২০১৮ বিশ্বকাপজয়ী এমবাপ্পেকে বরণ করে নিতে আজ রিয়ালের স্টেডিয়াম সান্তিয়ানো বার্নাব্যুয়ে প্রায় ৮০ হাজার দর্শক হাজির হয়েছিলেন। তাদের সামনে রিয়ালের সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেজের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ৯ নম্বর জার্সি নিয়ে এমবাপ্পে বলেন, 'এখানে (বার্নাব্যুয়ে) আসতে পেরে অবিশ্বাস্য লাগছে। অনেক বছর ধরেই এই ক্লাবের হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখছি। তা আজ পূরণ হওয়ায় আমি অনেক খুশি। এখন আমার স্বপ্ন এই ক্লাবের ইতিহাসের অংশ হওয়া। ক্লাব এবং এই ব্যাজের জন্য আমি নিজের জীবন উৎসর্গ করব।'

বক্তব্যের এক পর্যায়ে নিজের প্রিয় খেলোয়াড় ও আইডল রোনালদোর কথা স্মরণ করেন এমবাপ্পে। ২০০৯ সালে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড থেকে রিয়ালে পাড়ি জমানোর পর ৯ নম্বর জার্সি পরেছিলেন পর্তুগিজ উইঙ্গার। এমবাপ্পেও গায়ে চড়িয়েছেন একই নম্বরের জার্সি। সমর্থকদের উদ্দেশে রোনালদোর দেওয়া সেই বিখ্যাত স্লোগান 'উন (এক), দস (দুই), ত্রেস (তিন), হালা (হ্যালো) মাদ্রিদ' শোনা যায় এমবাপ্পের কণ্ঠে। বক্তব্যের শেষদিকে ওই 'স্লোগান' দেওয়ার পর এর ব্যাখ্যা রিয়ালে নিজের প্রথম সংবাদ সম্মেলনে দেন এমবাপ্পে। নিজের ক্যারিয়ারে রোনালদোর অবদানের কথাও নির্দ্বিধায় স্বীকার করেন তিনি, 'উপস্থাপনের শেষদিকে 'উন, দস, ত্রেস, হালা মাদ্রিদ' ছিল রোনালদোর সম্মানার্থে। তিনি আমার এমন এক বন্ধু যিনি এই ক্লাবের হয়ে ইতিহাস গড়েছিলেন। তিনি আমাকে সবসময় খেলা নিয়ে এবং নিজের প্যাশনের প্রতি যুক্ত থাকার ব্যাপারে উপদেশ দিয়েছেন।'

এমবাপ্পের বরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তার বাবা, মা ও অনেক আত্মীয়-স্বজন। সঙ্গে ছিলেন রিয়াল মাদ্রিদের বিভিন্ন কর্মকর্তারাও। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর ছাদ বন্ধ রেখে করা হয় অনুষ্ঠান। স্টেজের পাশে রাখা হয় রেকর্ড ১৫ বার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতার শিরোপাগুলো। উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে এমবাপ্পেকে স্বাগত জানান ক্লাব সভাপতি পেরেজ। তিনি বলেন, 'আজ আমরা এমন একজন দুর্দান্ত খেলোয়াড়কে স্বাগত জানাচ্ছি যার স্বপ্ন ছিল এই ক্লাবের হয়ে খেলার। তোমার (এমবাপ্পে) তীব্র চাওয়ার কারণেই আজ তুমি এখানে। সাদা জার্সি গায়ে জড়ানোর এই প্রচেষ্টার কারণে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।'

রিয়াল মাদ্রিদের এমবাপ্পের আসা নিয়ে এর আগে গুঞ্জন কম হয়নি। ২০২১ সালে ১৮০ মিলিয়ন ইউরোতে তাকে দলে ভেড়াতে চেয়েছিল ক্লাবটি। কিন্তু পিএসজি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু এমবাপ্পেকে আটকে রাখতে পারেনি ফরাসি ক্লাবটি। চুক্তি শেষে ঠিকই কোনো ট্রান্সফার ফি ছাড়াই রিয়ালে যোগ দেন তিনি।

আরও এক বছর রিয়ালেই থাকছেন মদ্রিচ

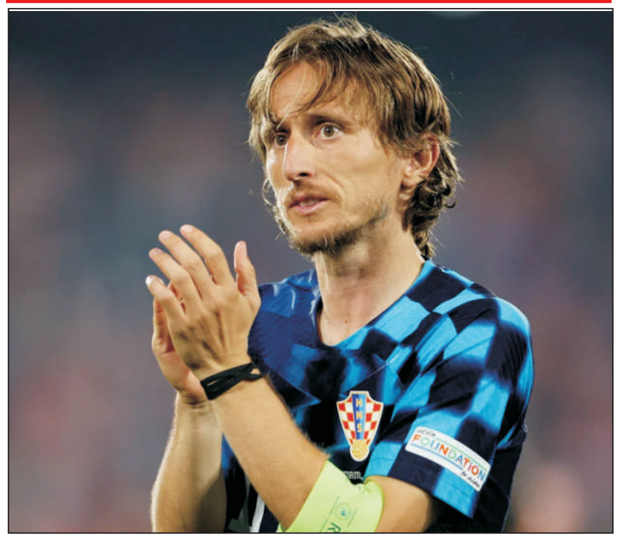

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়ে রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছেছেন লুকা মদ্রিচ। ২০২৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে থাকবেন এই ক্রোয়াট মিডফিল্ডার।

ক্লাবের ওয়েবসাইটে বিবৃতি দিয়ে বুধবার (১৭ জুলাই) অধিনায়ক মদ্রিচের চুক্তি নবায়নের বিষয়টি জানায় লা লিগা চ্যাম্পিয়নরা। ৩৮ বছর বয়সী এই ফুটবলারের আগের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয় গত মাসে।

২০১২ সালে ইংলিশ ক্লাব টটেনহ্যাম হটস্পার থেকে রিয়ালে নাম লেখান মদ্রিচ। ক্রমেই দলটির মিডফিল্ডে তিনি হয়ে ওঠেন সবচেয়ে নির্ভরযোগ্যদের একজন। মাদ্রিদের ক্লাবটিতে ১২ মৌসুমে ৬টি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, ৪টি লা লিগা, ৫টি ক্লাব বিশ্বকাপসহ মোট ২৬টি ট্রফি জিতেছেন তিনি।

রিয়াল অধ্যায়েই তিনি জেতেন সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত পুরস্কার-২০১৮ সালের ব্যালন দ'র। একই বছরে দা বেস্ট ফিফা মেন'স প্লেয়ার অ্যাওয়ার্ড, ২০১৭-১৮ মৌসুমে উয়েফা বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের খেতাবও পান তিনি। ফিফা ফিফপ্রো বর্ষসেরা একাদশে জায়গা পান ছয়বার।

রিয়ালের জার্সিতে ৫৩৪ ম্যাচে তার গোল ৩৯টি। জাতীয় দল ক্রোয়েশিয়ার হয়ে খেলেছেন রেকর্ড ১৭৮ ম্যাচ। ২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপে তিনি জেতেন টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার গোল্ডেন বল, ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে পান ব্রোঞ্জ বল। রাশিয়ায় ফাইনালে খেলার পর সবশেষ আসরে তারা খেলে সেমিফাইনালে।

আর্জেন্টিনার লক্ষ্য
এখন অলিম্পিকে সোনা জয়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গেল এক মাস ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ আর কোপা আমেরিকার ফুটবল নিয়ে বুঁদ হয়েছিল সারা বিশ্ব। স্পেন ও আর্জেন্টিনার শিরোপা জয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে দুই মহাদেশের দুটি আসর। ক'দিন পরই শুরু হচ্ছে 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' অলিম্পিক গেমস। সেখানেও থাকছে আর্জেন্টিনা, স্পেন। ২৪ জুলাই থেকে শুরু হবে প্যারিস অলিম্পিকের ফুটবল ইভেন্ট।

কাতার বিশ্বকাপ, ফিনালিসিমা জয় এরপর কোপা জয়; আর্জেন্টিনার সামনে এখন অলিম্পিক স্বর্ণ জিতে তিন বড় আসর জয়ের অনন্য সুযোগ। ২০০৪ ও ২০০৮-এর স্বর্ণজয়ী দলটিতে এবার বিশ্বকাপজয়ী ৪ ফুটবলার আছেন। ২২ সদস্যের দলে থাকা সেই চার ফুটবলার হলেন গোলকিপার জেরোনিমো রুলি, ডিফেন্ডার নিকোলাস ওটামেন্দি, ফরোয়ার্ড জুলিয়ান আলভারেজ ও থিয়াগো আলমাদা। প্রথম তিনজন সুযোগ পেয়েছেন সিনিয়র সদস্য হিসেবে। আর আলমাদার বয়স ২৩।

গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক ফুটবলের সবচেয়ে পুরনো প্রতিযোগিতা। ১৯০০ সালের অলিম্পিক থেকে হয়ে আসছে এই প্রতিযোগিতা। ১৮৯৬ এবং ১৯৩২ গেমস বাদে বাকি সব আসরেই হয়েছে পুরুষ ফুটবল ইভেন্ট। ১৯৩২ অলিম্পিকে ফুটবল ইভেন্ট অলিম্পিকে রাখা হয়নি ১৯৩০ সালে শুরু হওয়া ফুটবল বিশ্বকাপকে অধিকতর প্রচারের কৌশল হিসেবে। অলিম্পিক ফুটবলে পুরুষ বিভাগে সবচেয়ে সফল দুটি দেশ হলো হাঙ্গেরি (১৯৫২, ১৯৬৪ ও ১৯৬৮) এবং গ্রেট ব্রিটেন (১৯০০, ১৯০৮ ও ১৯১২)। তিনটি করে স্বর্ণপদক আছে তাদের। আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল অলিম্পিক ফুটবলে দুবার করে পেয়েছে স্বর্ণপদক। এর আগে ১৯৮৮ অলিম্পিক পর্যন্ত মূল জাতীয় দলটাই অংশ নিত ফুটবল ইভেন্টে। ১৯৯২ থেকে ফুটবলে বয়সের সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। সেই থেকে বিভিন্ন দেশের অনূর্ধ্ব-২৩ দল খেলে আসছে অলিম্পিক ফুটবল। তবে তিনজন ফুটবলার ২৩ বছরের ঊর্ধ্বে থাকতে পারেন অলিম্পিকের দলে। অলিম্পিকের ফুটবলে পুরুষ বিভাগে খেলবে ১৬ দেশ এবং নারী বিভাগে ১২ দেশ। দুই বিভাগেই যোগ্যতা অর্জন করা দেশগুলো হলো জাপান, নিউজিল্যান্ড, স্পেন ও যুক্তরাষ্ট্র। অলিম্পিকে পুরুষ ফুটবলে স্বাগতিক ফ্রান্স এবার 'এ' গ্রুপে খেলবে। সেখানে তাদের প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র ও গিনি। 'বি' গ্রুপে আর্জেন্টিনার সঙ্গে আছে মরক্কো, ইউক্রেন ও ইরাক। গত আসরের চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল এবার কোয়ালিফাই করতে পারেনি। বাছাইয়ে আর্জেন্টিনার কাছে হেরে মূলপর্বে ওঠা হয়নি। তবে আরেক ফাইনালিস্ট স্পেন আছে 'সি' গ্রুপে। সেখানে তাদের প্রতিপক্ষ মিসর, ডমিনিকান প্রজাতন্ত্র ও উজবেকিস্তান। 'ডি' গ্রুপে প্যারাগুয়ের সঙ্গে রয়েছে মালি, ইসরায়েল ও জাপান। প্রতিটি গ্রুপের সেরা দুই দল খেলবে কোয়ার্টার ফাইনালে।

আইপিএলের সময়
পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড সিরিজ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ২০২৪-২৫ ঘরোয়া মৌসুমের সূচি প্রকাশ করেছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। উক্ত সূচি অনুযায়ী ঘরের মাঠে ইংল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ খেলবে কিউইরা।

নিজেদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বুধবার নতুন মৌসুমের এই সূচি প্রকাশ করে ক্রিকেট নিউজিল্যান্ড।

পাকিস্তানের বিপক্ষে ৫ ম্যাচের টি-টোয়ন্টি সিরিজ শুরু হবে আগামী মার্চের মাঝামাঝিতে। মাসের শেষ দিকে শুরু হবে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। এই ম্যাচগুলি ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) সূচির সঙ্গে সংঘর্ষের সম্ভাবনা রয়েছে।

নভেম্বরের শেষ দিকে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট দিয়ে মৌসুমের শুরু করবে নিউজিল্যান্ড। তিন ম্যাচের এই সিরিজ শেষের কিছুদিন পরেই শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলবে তারা। আগামী বছরের শুরুতে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে দক্ষিণ আফ্রিকা ও পাকিস্তানের সঙ্গে একটি ত্রিদেশীয় সিরিজও খেলবে ব্ল্যাক ক্যাপস বাহিনী।

ক্রিকেট নিউজিল্যান্ডের নতুন মৌসুমের চুক্তি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন সাদা বলের দুই সংস্করণের অধিনায়ক উইলিয়ামসন। পরে চুক্তিতে না থাকার ঘোষণা দেন দুই ফাস্ট বোলার লকি ফার্গুসন ও অ্যাডাম মিল্ন। আরেক অভিজ্ঞ পেসার ট্রেন্ট বোল্ট তো চুক্তি থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন আগের মৌসুমেই। তাই রঙিন পোশাকের নতুন অধিনায়ক খুঁজতে হবে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটকে।

উইলিয়ামসনের উত্তরসূরী হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে আছেন টম ল্যাথাম। গত সাত বছরে নানা সময়ে উইলিয়ামসনের অনুপস্থিতিতে ৪৪টি ওয়ানডেতে দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। এর ২৮টিতেই জিতেছে দল। অধিনায়ক হিসেবে তার ব্যাটিং গড় (৪৩.৮৩) বাকি ম্যাচের গড়ের (৩১.১২) তুলনায় অনেক ভালো।

টি-টৌয়েন্টিতে ভারতের অধিনায়কত্ব পেলেন সূর্যকুমার!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী ভারত দলের সহ-অধিনায়ক ছিলেন হার্দিক পান্ডিয়া। তবে রোহিত শর্মার অবসরের পর অধিনায়কের দায়িত্ব পাচ্ছেন না তিনি। চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলতে শ্রীলঙ্কা সফর করবে ভারতীয় দল। ভারতকে সেই সিরিজে নেতৃত্ব দিবেন সূর্যকুমার যাদব।

গত কয়েক বছর রোহিতের সহকারী ছিলেন হার্দিক। বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কের অনুপস্থিতিতে এই ডানহাতি অলরাউন্ডার দায়িত্ব সামলেছেন বহুবার। সবমিলিয়ে ১৬টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন ভারতকে। এছাড়া আইপিএলে তিন মৌসুম অধিনায়কত্ব করার অভিজ্ঞতাও রয়েছে তার।

তবে জনপ্রিয় ক্রিকেট ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, ফিটনেস নিয়ে দুশ্চিন্তা ও ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট বিবেচনায় অধিনায়কত্ব পাওয়ায় পিছিয়ে পড়েছেন হার্দিক। সাম্প্রতিককালে চোট ও প্রয়োজনীয় বিশ্রাম তাকে ভারতের জার্সিতে নিয়মিত হতে দেয়নি। ২০২২ সাল থেকে যে ৭৯টি টি-টোয়েন্টি খেলেছে ভারতীয় দল, এর মধ্যে ৩৩টি ম্যাচ খেলতে পারেননি এই অলরাউন্ডার।

এক্ষেত্রে দলের প্রধান পছন্দের একজন এবং নিয়মিত মুখ সূর্যকুমার- তার কাঁধেই অধিনায়কত্বের দায়িত্ব তুলে দিয়েছে ভারতের ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থা (বিসিসিআই)। ভারতের জার্সিতে অধিনায়কের ভূমিকায় সূর্যকুমার যদিও নতুন নন। গত বছরের নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৪-১ ব্যবধানে জেতা সিরিজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। এরপর দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষেও দুই ম্যাচের সিরিজে অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন। সবমিলিয়ে ৭টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অধিনায়কত্ব করেছেন এই ডানহাতি ব্যাটার। ঘরোয়া ক্রিকেটে মুম্বাইকে নেতৃত্ব দেওয়ার যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও তার রয়েছে। গণমাধ্যমে খবর এলেও সূর্যকুমারের দায়িত্ব পাওয়ার ব্যাপারে এখনো বোর্ডের তরফ থেকে ঘোষণা আসেনি।

নতুন কোচ গৌতম গম্ভীরের অধীনে ভারতের প্রথম সিরিজ হবে শ্রীলঙ্কায়। লঙ্কানদের সঙ্গে তিনটি করে টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে খেলবে ভারতীয় দল। ২৭ জুলাই থেকে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি সংস্করণের সিরিজ। এই সিরিজের স্কোয়াড বাছাইয়ের জন্য অজিত আগারকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক প্যানেল আজ (বুধবার) আলোচনায় বসবে।

লঙ্কানদের বিপক্ষে হতে যাওয়া সিরিজটি ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর ভারতীয় দলের দ্বিতীয়। বিশ্বকাপের পরপর জিম্বাবুয়ের সঙ্গে সিরিজে প্রথম সারির দল পাঠায়নি ভারত। যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যারিবিয়ানে আয়োজিত বিশ্বকাপ জেতা দলের মাত্র তিন সদস্য ছিলেন সেই সফরে। সেটিও শুধু শেষ তিন ম্যাচের জন্য। শুবমান গিলের নেতৃত্বে মূল তারকাদের ছাড়া গড়া ভারতীয় দল তবু জিতেছে ৪-১ ব্যবধানে।

ওয়ার্নারের ফেরার ইচ্ছায়
যা বললেন অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একে একে সব সংস্করণে নিজের শেষ ম্যাচটা খেলে ফেলেছেন ডেভিড ওয়ার্নার। সবার শেষে টি-টোয়েন্টি থেকে বিদায় নিয়েছেন গত বিশ্বকাপে। দিন ছয়েক আগে যদিও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য ফিরে আসার ইচ্ছা জানিয়েছিলেন এই অজি। তবে ওয়ানডেতে তাকে ফেরানোর ব্যাপারে সায় দেননি অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাচক জর্জ বেইলি।

২০২৩ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলে একদিনের ক্রিকেট থেকে অবসরে গেছেন ওয়ার্নার। তবে দল চাইলে ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন ট্রফি খেলার জন্য ফিরতে পারেন। এমন কথা বিদায়ী বার্তায় বলেছিলেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে। তবে অজি কিংবদন্তির জন্য কোনো পথ খোলা রাখেননি বেইলি।

সাবেক এই অধিনায়ক সাফ বলে দিয়েছেন, 'আমাদের উপলব্ধি হচ্ছে ডেভিড (ওয়ার্নার) অবসর নিয়েছেন। তিন সংস্করণেই দুর্দান্ত ক্যারিয়ারের জন্য তার প্রশংসা করা উচিত। নিশ্চিতভাবেই, আমাদের পরিকল্পনা হচ্ছে সে পাকিস্তানে (চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে) থাকবে না।'

ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে আগামী সেপ্টেম্বরে সাদা বলের সিরিজ খেলবে অজিরা। যুক্তরাজ্য সফরের জন্য সোমবার স্কোয়াড ঘোষণা করে অস্ট্রেলিয়া। এরপর ওয়ার্নারের ফিরে আসার ইচ্ছার ব্যাপারে গণমাধ্যমকে বেইলি আরও বলেছেন, 'কখন সে মজা করছে আপনি জানেন না। মনে হয় সে শুধু পাত্রটা নাড়িয়ে দেখছে। চমৎকার একটা ক্যারিয়ার তার। কিন্তু দলের কথা চিন্তা করে ভিন্ন খেলোয়াড়ের দিকে যাওয়ার যাত্রাটা বেশ রোমাঞ্চকর হবে।"

ওয়ার্নারের জায়গায় সাদা বলের দুই সংস্করণেই জ্যাক ফ্রেজার ম্যাগগার্ককে ভাবছে অস্ট্রেলিয়া ম্যানেজমেন্ট। দুটি ওয়ানডে ইতোমধ্যে খেলে ফেললেও টি-টোয়েন্টিতে অভিষেকের অপেক্ষায় রয়েছেন ২২ বছর বয়সী ম্যাকগার্ক। তরুণ এই ব্যাটারের আদর্শ ওয়ার্নার চলতি বছরের জানুয়ারিতে অবসর নিয়েছেন টেস্ট থেকে। সাদা পোশাকে তিনি থেমেছেন প্রায় ৪৫ গড়ে ১১২ ম্যাচে ৮৭৮৬ রান করে।

২০০৯ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রাখা ওয়ার্নার ক্যারিয়ারের ইতি টেনেছেন এবছর। ১৬১ ওয়ানডেতে প্রায় ৪৫ গড়ে কিংবদন্তি ওপেনারের রান ৬৯৩২। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ত্রিশোর্ধ্ব গড়ের সঙ্গে ১৪০ এর বেশি স্ট্রাইক রেটে করেছেন ৩২৭৭ রান।

সেপ্টেম্বরে পাঁচটি ওয়ানডে খেলতে ইংল্যান্ড সফর করবে অস্ট্রেলিয়া। ইংলিশদের বিপক্ষে সে সিরিজের স্কোয়াডে ট্রাভিস হেডের সঙ্গে রয়েছেন আরেক ওপেনার ম্যাথু শর্ট। মূল অধিনায়ক প্যাট কামিন্স বিশ্রামে থাকায় সিরিজটিতে অজিদের নেতৃত্ব দিবেন মিচেল মার্শ।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR